JUL 06 2002

দৈনিক সংবাদ

রংপুরে জামাতের এক সাংসদ ৭টি কলেজ কমিটির সভাপতি

'জামাত-শিবির ছাড়া কাউকে শিক্ষক পদে নিয়োগ নয়'

শিয়াকত আলী বাদল (জলঢাকা) নীলফামারী থেকে ফিরে ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার আত্মীয় বলে সকল বিধিবিধানকে উপেক্ষা করে আগের নির্বাচিত কমিটি ভেঙে দিয়ে জামাতদলীয় সাংসদ মিজানুর রহমান চৌধুরীকে ৭টি কলেজ কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। অথচ নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় সাংসদ তার নির্বাচনী এলাকার সর্বোচ্চ ২টি বেসরকারি কলেজের সভাপতি হতে পারবেন। এছাড়া জামাতের এক নেতাকে যিনি মাদ্রাসা শিক্ষক— তাকেও ৭টি কলেজ কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এদিকে জামাত নেতারা ঘোষণা দিয়েছেন এসব কলেজে জামাত-শিবির সমর্থক নেতা-কর্মী ছাড়া আর কাউকেই শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হবে না। ৭ই জুলাই জলঢাকা কলেজে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, জলঢাকা নির্বাচনী এলাকার সাংসদ হচ্ছেন, জামাতদলীয় মিজানুর রহমান চৌধুরী। তিনি সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে যে ৭টি বেসরকারি কলেজ কমিটির সভাপতি হয়েছেন সে কলেজগুলো হচ্ছে জলঢাকা ডিগ্রি কলেজ, রাবেয়া চৌধুরী মহিলা কলেজ, মীরগঞ্জ কলেজ, বঙ্গবন্ধু কলেজ, আনারমারী কলেজ, টেঙ্গরমারী স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং প্রণিলের বাজার (রণচণ্ডী) স্কুল ও কলেজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ সেই কর্মকর্তা একদিকে জামাত সমর্থক, অন্যদিকে জামাতদলীয় সাংসদ তার আত্মীয় হওয়ায় একই সঙ্গে ৭টি বেসরকারি কলেজ কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন।

জলঢাকা ডিগ্রি কলেজের নির্বাচিত বৈধ কমিটির সভাপতি ছিলেন নীলফামারী জেলা প্রশাসক। সদস্য ছিলেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। জামাতদলীয় সাংসদ সভাপতি হয়েই দলের নেতা-কর্মীদের কলেজ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন। কাউকে তোয়াক্কা না করে শিক্ষক নিয়োগ করার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। এ কলেজে জামাত-শিবিরের নেতা-কর্মীদের ছাড়া আর কোন ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নেয়া হবে না বলে প্রকাশ্যেই ঘোষণা দেয়ায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অন্যদিকে জামাত নেতা আজিজুল ইসলামকে ৭টি বেসরকারি কলেজ কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ওই ব্যক্তি নিজে একজন মাদ্রাসা শিক্ষক। তার বাড়ি জলঢাকা উপজেলার সর্বশেষ সীমানা ভাউয়াবাড়ি এলাকায়। এ বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে রাবেয়া চৌধুরী মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও জমিদাতাদের কলেজ কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়াই জামাতদলীয় সাংসদ মিজানুর রহমান চৌধুরী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে জলঢাকা উপজেলার বেশ

জামাত ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

জামাত ঃ সাংসদ

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, জামাত স্কুল-কলেজসহ সর্বত্র তাদের দলীয় নেতা-কর্মীদের বসানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ যে কর্মকর্তার সহায়তায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে তারা আওয়ামী লীগ-জাপা সমর্থক শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতির হুমকি প্রদান করছে।